দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 1 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

পরীক্ষায় উন্মুক্ত নকলের অভিযোগ

■ চাটমোহর (পাবনা) সংবাদদাতা

পাবনার চাটমোহর উপজেলার হান্ডিয়ালে মুনিয়াদিঘী কারিগরি কৃষি কলেজের অনুষ্ঠিতব্য ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম পর্বের বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের উন্মুক্ত নকলের মাধ্যমে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে।

পরীক্ষা কক্ষে গিয়ে দেখা যায়, পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা বই এর পাতা কেটে নিয়ে বেঞ্চের উপর রেখে প্রশ্নের উত্তর লিখছে। দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দীপক কুমার হলদার ও কেন্দ্র সচিব ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবু শাহিনকে পরীক্ষা চলাকালীন সময় কেন্দ্রে পাওয়া যায়নি।

ডিউটিরত শিক্ষক ও কর্মচারী বলেন, সম্ভবত, স্যারেরা চা খেতে ও ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য হান্ডিয়াল বাজারের মধ্যে গিয়েছেন।

কেন্দ্র সচিব আসলে তাকে গেটে তালা দেয়া ও উন্মুক্ত নকল চলা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এভাবেই পরীক্ষা নেয়া হয়। তা না হলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পাস করাতে পারব না। আপনারাতো এলাকার সাংবাদিক এ জন্যই আপনাদের সত্য কথা বললাম। দয়া করে কথাগুলো গোপন রাখবেন। আপনাদের চা, পানের ব্যবস্থা করা হবে।

দীপক কুমার হলদার কেন্দ্রে আসলে তাকে উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত করা হয় এবং তার নিকট উক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, কেন্দ্র সচিব যা করেছে, এটাই ঠিক। এছাড়াও তার অনুপস্থিত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, চা খাবার জন্য বাজারে গিয়েছিলাম।

পরীক্ষা চলাকালীন সময় ডিউটিরত পুলিশ সদস্য সেলিম হোসেনকে দোতলার বারান্দায় বসে মোবাইল ফোনে আলাপন করতে দেখা যায়।

৭ম পর্বের পরীক্ষার্থী রফিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, কেন্দ্র সচিব ও ডিউটি অফিসার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা টাকার বিনিময়ে উন্মুক্ত নকলের মাধ্যমে পরীক্ষা নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে খুশি রাখার জন্য পরীক্ষার্থী প্রতি ৬৫০ টাকা করে নেয়া হয়েছে।